

গুরুর শুভদৃষ্টি লাভই গুরুদর্শন

গুরুর কৃপা, গুরুর আশীর্বাদ ও গুরুর শুভদৃষ্টি লাভই গুরুদর্শন। গুরুর নরিদ্রদশে মত চলা, গুরুর আদশে উপদশে প্রতপালন ও তাঁহার নরিগীত নরিদ্ধারতি পথে চলার দ্বারাই গুরুকৃপা লাভ হইয়া থাকে।

গুরুর আদশেকই শিষ্য একমাত্র মন্ত্র বলিয়া জানিয়া মানিয়া চলবি। শিষ্য গুরুকে সতত যরুপ চক্ষে দেখিয়া থাকে, তাঁহার আদশেকও সর্ব্বদা সেইরুপ চক্ষে দেখিয়া বুঝিয়া মানিয়া চলবি।

গুরুর আদশেই শিষ্যের একমাত্র সহায় ও সম্বল।

শিষ্যের যাবতীয় বভিন্নম-বভিন্নান্ত-বিস্মৃতির ঘোর ভাঙ্গিয়া, মায়ামোহ-বাসনার জালকে ছিন্নভিন্ন করিয়া, যাবতীয় দুঃখ-দনৈষ-দুর্ব্বলতাকে দূর করিয়া এই আদশেই শিষ্যকে সব সময় জাগ্রত, জীবন্ত ও সজাগ রাখবি; সুতরাং এই আদশেকে সতত স্মরণ মননে নদিধিয়াসনে রাখাই শিষ্যের একমাত্র সাধনা।

মনকে সর্ব্বদা গুরুমুখী করিয়া রাখাই শিষ্যের একমাত্র তপস্যা ও আরাধনা। সব রকম কাজের ভতির দিয়া চলাফরোর সঙ্গে সঙ্গে বহরিমুখী মনকে গুরুমুখী করিয়া রাখিতে পারলি বাহরিরে কোন রকম বাজে আবহাওয়া শিষ্যকে কোন ভাবে কোন রকমে ধরতি ছুঁইতে স্পর্শ করতি পারবি না।

এই বধিান সব সময় মানিয়া চললি শিষ্য আর কখনও কোনরূপে বপিদগ্রস্ত হইবে না। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি দিক্‌পালকে সাক্ষী রাখিয়া, অগ্নি ও গুরুকে স্পর্শ করিয়া আমি য়ে সুমহান্ ব্রত ও নয়িম গ্রহণ করিয়াছি, আমার ধমনীতে এক বিন্দু রক্ত থাকতিও সেই ব্রত ও নয়িম লঙ্ঘন করবি না। গুরুর আদশে প্রতপালনেই শিষ্যের জন্মজন্মান্তরীণ যাবতীয় বাসনার নাশ হইয়া থাকে।